



97222 - সরকার থেকে অতিরিক্ত ভাতা পাওয়ার জন্য কলাকৌশল করা

প্রশ্ন

আমি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। আমি এমন একটি কাজ করছি যার মাধ্যমে সরকারের অনেকে অর্থ বাঁচিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু, তারা এর জন্য আমাকে ভালমানরে কোন ভাতা দেননি। অথচ তারা যদি তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে কাজটি করাত তাহলে এর জন্য অনেকে বড় অঙ্করে অর্থ পরিশোধ করতে হত। তখন একজন কর্মকর্তা আমাকে পরামর্শ দলি যে, তুমি এ কাজে খরচ দেখিয়ে একটি ভাউচার নিয়ে আস যাত করে মনে হবে যে, তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। এভাবে আমি আমার অধিকার নতি পাবি। এ অর্থ কি হালাল হবে; নাকি হারাম? কনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই অর্থ আপনার জন্য হারাম। আপনার জন্য এই অর্থ গ্রহণ করা নাজায়যে। কেননা আপনি যে দায়িত্বটি পালন করছেন সেটো নমিনোকত অবস্থাগুলোর কোন একটি থেকে খালি নয়:

এক: আপনি যে দায়িত্ব পালন করছেন সেটো আপনার চাকুরীরই অংশ। এর বদলে আপনি মাসিকি বতেন গ্রহণ করছেন। সুতরাং আপনার কর্তব্য হচ্ছে- প্রতিশ্রুতি পূরণ করা এবং আপনি যে বতেন নচ্ছনে সেটোর বদলে কাজ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।"[সূরা মায়াদা, আয়াত: ১] এ ক্ষেত্রে আপনি আপনার বতেনের অতিরিক্ত আর কোন কিছু পাবেন না। কেননা আপনি এ বতেনের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য চুক্তিবিদ্ধ হয়েছেন। যদিও আপনার এ কাজে মাধ্যমে রাষ্ট্রের বড় ধরণের অর্থ বাঁচে যাক না কনে; যমেনটি আপনি উল্লেখ করছেন।

দুই: আপনার কাজটি আপনার চাকুরীর বাইরের দায়িত্ব হওয়া। কিন্তু, যে ব্যক্তি এ কাজটি করবে তার জন্য রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছে। যদি আপনি কাজটি সম্পাদন করেন তাহলে আপনার জন্য এ ভাতাটি গ্রহণ করা জায়যে হবে। তবে, নির্দিষ্ট এ ভাতার চেয়ে বেশি গ্রহণ করার জন্য কলাকৌশলে আশ্রয় নয়ো জায়যে হবে না। কেননা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত অর্থ দিতে রাজি নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতভাবে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরো নিজেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[সূরা নসিা, আয়াত: ২৯] সুতরাং হয় আপনি নির্দিষ্ট এ ভাতার বনিমিতে কাজটি করবেন; কিংবা আপনি কাজটি করার দরকার নেই।



এছাড়াও আরও দুইটি অবস্থা হতে পারে। যদিও বাস্তবতার নরিখি সবে অবস্থাদ্বয় একটু দূরবর্তী তবুও জবাবটা পরপূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা সবে দুইটি অবস্থা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে ধরে নছি।

তনি: এ কাজটি আপনার দায়িত্বের বাহিরে হওয়া এবং রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনকারীর জন্য কোন ভাতা নরিধারণ না করা এবং আপনার কাছ থেকেও এ কাজটি পালন করার দাবী না করা। এ অবস্থায় আপনি যদি এ কাজটি করেন তাহলে আপনি কিছুই পাবেন না; এমনকি এতে যদি রাষ্ট্রের অনেকে অর্থ বঁচে যায় তবুও। কেননা রাষ্ট্রের আপনাকে কিছু পরিশোধ করার দায়িত্ব নয়নি। ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন: "যে ব্যক্তি কোন পারশ্রমিকি নরিধারণ করা ছাড়া কারো জন্য কোন কাজ করে সবে ব্যক্তি কোন বনিমিয় পাবে না। এ বিষয়ে আমরা কোন মতভদে জানি না।"[সামান্য পরমির্জতি (৬/২২)]

চার: পূর্বের অবস্থার মত। তবে, রাষ্ট্রের আপনাকে এ কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। এবং আপনি পারশ্রমিকিরে বনিমিয়ে কাজটি করবেন এটা সুবদিতি। এ অবস্থায় আপনি যদি কাজটি করেন তাহলে আপনি সমধরণের কাজেরে অনুরূপ পারশ্রমিকি পাবেন। তাই আপনি রাষ্ট্রেরে কাছে সমধরণের কাজ করে অন্যরো যে পারশ্রমিকি দাবী করে আপনিও সটো দাবী করতে পারেন। হাম্বলি মায়হাবেরে আলমে আললামা রুহাইবানী তার 'মাতালবি উলনি নুহা ফি শারহি গায়াতলি মুনতাহা' গ্রন্থে বলেন: যদি কোন ব্যক্তি তার কাজেরে বনিমিয়ে পারশ্রমিকি নয়োর শর্তে কাজ করে; যমেন- লবণ উৎপাদনকারী, দর্জি, পরমিপকারী, ওজনকারী ও এদের মত অন্য যে মানুষ কাজেরে মাধ্যমে উপার্জন করে এবং কাজেরে মালকি তাকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে তাহলে সবে প্রথা অনুযায়ী প্রচলতি মজুরীর হকদার হবে।[সমাপ্ত (৪/২১২)]

যদি ধরে নয়ো হয় যে, শেষেক্ত অবস্থাটি ঘটছে সবে ক্ষতেরেও আপনার মথিয়ার আশ্রয় নয়োর অধিকার নহে। যহেতু মথিয়ার আশ্রয় নয়ো ছাড়া আপনি আপনার অধিকার পতে পারেন।

সর্বশেষে আমরা আপনাকে সাবধান করছি যে, একজন কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় অর্থ কলাকৌশল করে গ্রহণ করার জন্য আপনার সাথে একমত হওয়া হারাম। এ কলাকৌশল দ্বারা গৃহীত এ অর্থ আপনার জন্য হালাল হবে না। আপনার জন্য উপদশে হল: আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, হালাল উপার্জনেরে ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। হালাল উপার্জনেরে মধ্যহে আল্লাহ আপনার জন্য বরকত দবিনে। যদি ইতপূর্ববে অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে সটো ফরেরেত দেওয়া আবশ্যকীয়। যদি ফরেরেত দেয়ো সম্ভবপর না হয় তাহলে মুসলমানদেরে কল্যাণে বা কোন ভাল কাজে সটো ব্যয় করে দতি হবে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যে ব্যক্তি যা পাওয়ার অধিকার নহে সটো গ্রহণ করছে জবাবে তনি বলেন: আপনার উপর আবশ্যকীয় হছে- এ সম্পদ ফরেরেত দেওয়া। কেননা আপনি এ দায়িত্ব পালন না করার কারণে আপনি সটোর হকদার নন। যদি সটো ফরিয়ে দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহলে কোন কল্যাণেরে পথে সটো ব্যয় করুন; যমেন- গরীবদেরে মাঝে সদকা করে দেওয়া কথিবা কোন কল্যাণমুখী প্রজেক্টে দান করে দেওয়া। আর সাথে সাথে তওবা ও ইস্তগিফার করা এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ পুনরায় করা থেকে সতর্ক থাকা।



[ফাতাওয়া উলামায়লি বালাদলি হারাম, পৃষ্ঠা-৮৩১]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।